নেপিয়ার ও নেপিয়ার-১ পাকচং ঘাষ চাষ পদ্ধতিঃ (১ বিঘা = ৪৮ শতক)ঃ

প্রথমে জমিতে ৪০০ সিএফটি গোবর সার ছিটিয়ে দিয়ে পাওয়ার ট্রিলার দ্বারা একবার চাষ করব। এবার ৫০ কেজি পটাশ, ১০ কেজি জিপসাম এবং ৫০ কেজি ফসফেট ছিটিয়ে দিয়ে পুনরায় চাষ করব এবং নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে পুনরায় চাষ ও মই দিয়ে চারা বা কাটিং লাগানোর জন্য জমি প্রস্তুত করব।

চারা/কাটিং তৈরীঃ প্রাপ্ত বয়স্ক লম্বা ঘাস থেকে কমপক্ষে ০২টি গিট যুক্ত কাটিং তৈরী করে ০৩ দিন ছায়াযুক্ত স্থানে শিকর তৈরীর জন্য রাখব। সকাল-বিকাল চারার উপর পানি দিলে ৩য় দিন শিকর তৈরী হবে এবং রোপন করার জন্য উপযুক্ত হবে।

রোপন পদ্ধতিঃ ০২টি করে চারা/কাটিং একত্রে লাগাবো। কাটিং থেকে কাটিং এর দূরত্ব হবে ৩ ফুট এবং লাইন থেকে লাইন (সারি) এর দূরত্ব হবে ৪ ফুট। পানি সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য ইক্ষু বা আলু চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করা ভাল। এবার চারা রোপন করে পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে যাতে সমস্ত ক্ষেত ভিজে যায়।

নিড়ানী, পানি ও সার প্রয়োগঃ চারা লাগানোর ১৫ দিন পর নিড়ানী দিয়ে বিঘা প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিয়ে পানি দিতে হবে। চারা লাগানোর ৪০-৪২ দিন পর ৩য়-বার পানি দিতে হবে।

১ম কাটিং/ঘাস কাটাঃ চারা লাগানোর ৪৫-৫৫ দিনের মধ্যেই ১ম বার ঘাস কাটা হয়। বছরে ০৬ বার ঘাসকাটা যায়। অর্থাৎ ০২ মাস পর পর প্রতিবার ঘাস কাটার পর প্রয়োজন হলে পানি এবং নিড়ানী দিতে হবে এবং ইউরিয়া বিঘা প্রতি ৫০ কেজি এবং ডেপ সার ২৫-৫০ কেজি দিতেই হবে। মানে রাখতে হবে, ডেপ সার ১ম কাটিং এর পর ৫০ কেজি, ২য় কাটিং এর পর ২৫ কেজি, ৩য় কাটিং এর পর ৫০ কেজি ৪র্থ কাটিং এর পর ২৫ কেজি এভাবে দিতে হয়। মাটির উপর কমপক্ষে একটি গিট রেখে ঘাস কাটতে হবে।

উপরোক্ত নিয়মে ঘাস কাটলে, নিড়ানী এবং সার প্রয়োগ করলে কমপক্ষে ০৩ বৎসর পর্যন্ত নতুন করে ঘাসের কাটিং/চারা লাগানোর দারকার নেই। এই নিয়মে চাষ করলে প্রথমবার ১৬-১৭ হাজার টাকা খরচ হলেও পরবর্তী প্রতিবার ঘাস কাটার পর সার, পানি ও নিড়ানীতে মাত্র ২০০০-২৫০০/- খচর হবে।

আয়ঃ বছরে ০৬ বার কাটিং দেয়া যায়। প্রতি কাটিং এ গড়ে ৪,০০০ আটি এবং এক আটির ওজন গড়ে ২.৫ কেজি। প্রতি আটির দাম গড়ে ৫/- টাকা হলে বছরে আয় (৪,০০০x৬ বারx৫/-) ১,২০,০০০/- টাকা। ঘাস উৎপাদন (২.৫ কেজিx৪,০০০আটি x ৬বার) = ৬০,০০০ কেজি = ৬০ মেঃটন। অর্থাৎ শতকে উৎপাদন- ১২৫০ কেজি/বছর।

বিঘা প্রতি বছরে খরচঃ

১. চাষাবাদ	= ২,০০০/-টাকা
২. গোবর ৪০০ সিএফটি	= ৪,৮০০/- টাকা
৩. পটাশ ৫০ কেজি	= ৮০০/- টাকা
৪. জীপসাম ১০ কেজি	= ৩০০ টাকা
৫. ফসফেট ৫০ কেজি	= ১,৬০০/- টাকা
৬. ১ম বার সেচ	= ৩০০/- টাকা
৭. চারা/ কাটিং	= ২,০০০/- টাকা
৮. লেবার খরচ	= ৪,৫০০/- টাকা

মোট = ১৬,৩০০/-টাকা

বিঘা প্রতি বছরে মোট খরচ ঃ ১৬,৩০০/- এবং পরবর্তী প্রতিবার ঘাস কাটার পর ২,৫০০/- টাকা হলে বছরে খরচ = (২,৫০০x৫) + ১৬,৩০০/-টাকা = ২৮,৮০০/-টাকা।
অতএব, বছরে বিঘা প্রতি লাভ = (১,২০.০০০/- ২৮,৮০০/-) = ৯১,২০০/- টাকা।

(ডাঃ মোঃ আবু ছাঈদ)
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।
মোবাইল: ০১৭১৬৯৭৪৩৭৬